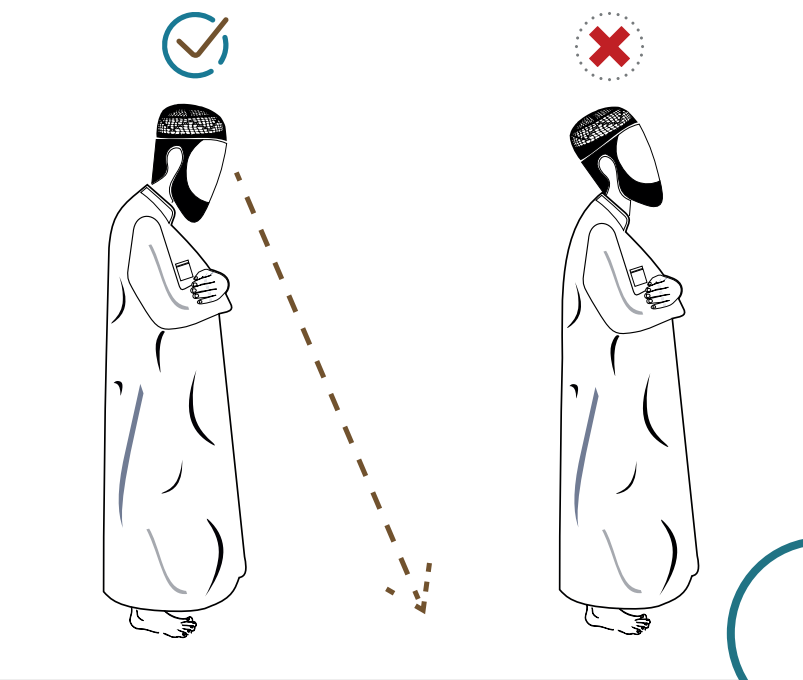


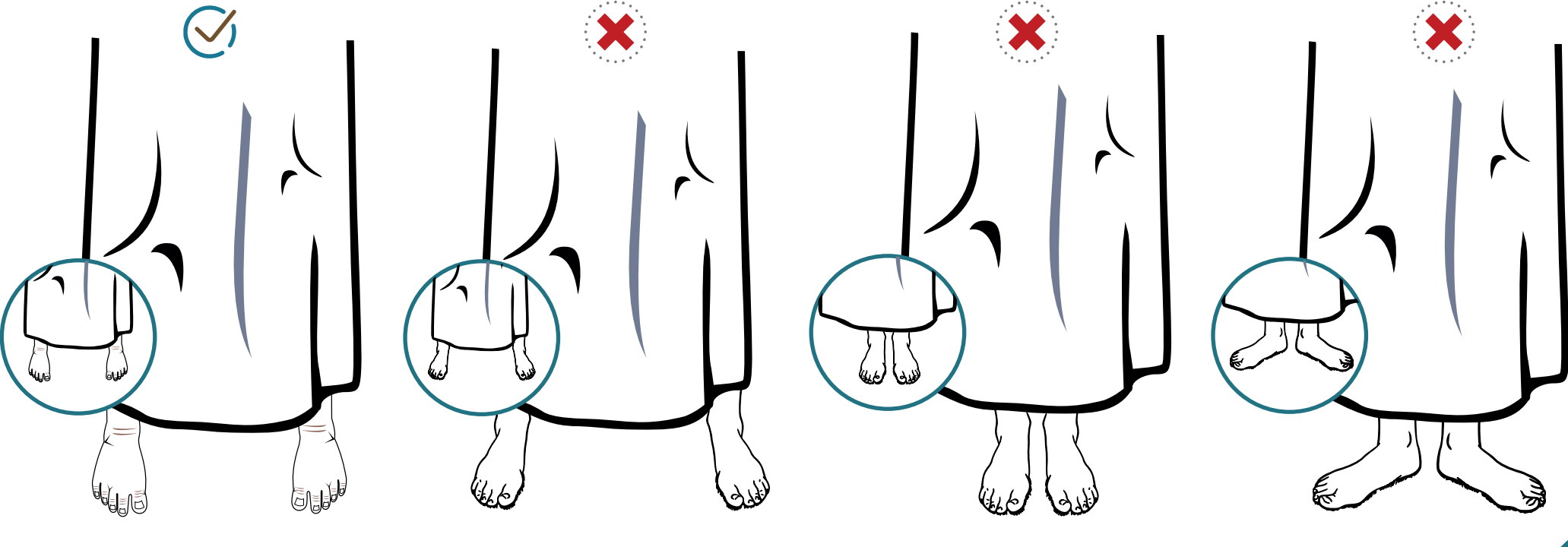
ইমাম ও একাকী সলাত আদায়কারী ব্যক্তির জন্য সুতরা গ্রহন করা সুন্নাত। ইমামের সুতরা তার পিছনের মুক্তাদির সুতরা হিসেবে গন্য হবে।



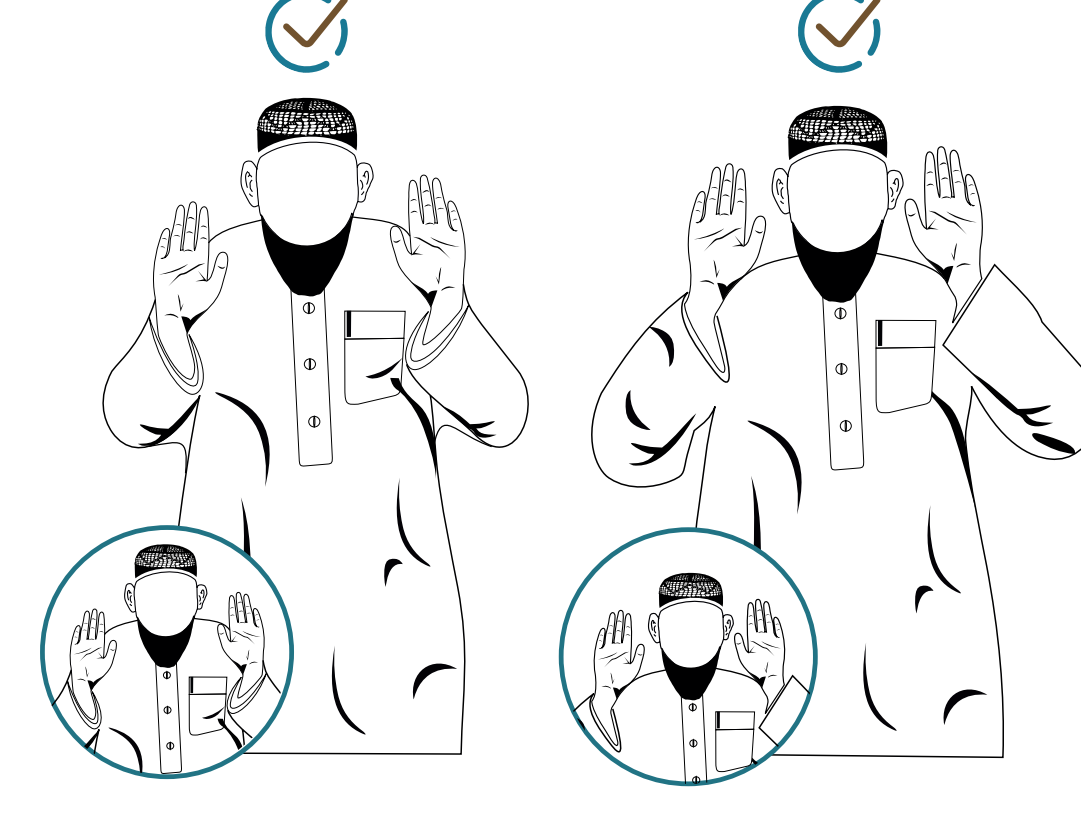
সলাত আদায়কারী ব্যক্তি তার দৃষ্টি কে সিজদার স্থানে রাখবে, এদিক সেদিক ফিরাবে না।



দুই পায়ের মাঝে দুই কাঁধের সমান ফাঁকা রাখবে, কমবেশি করবে না। দুই পায়ের বাহিরের অংশ সমান রাখবে।

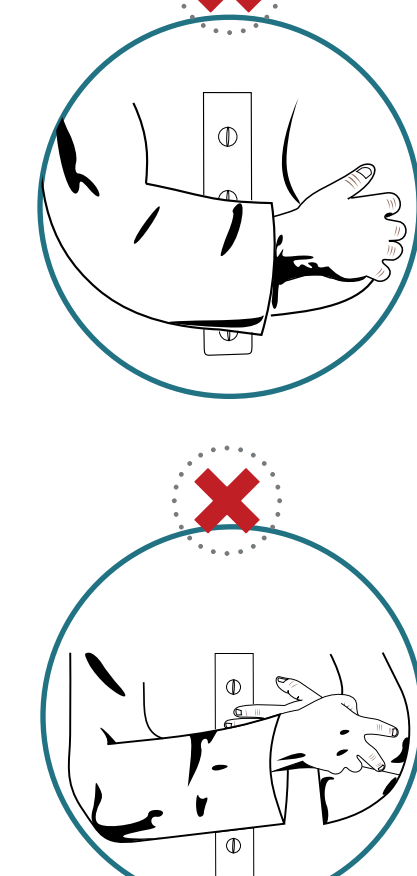
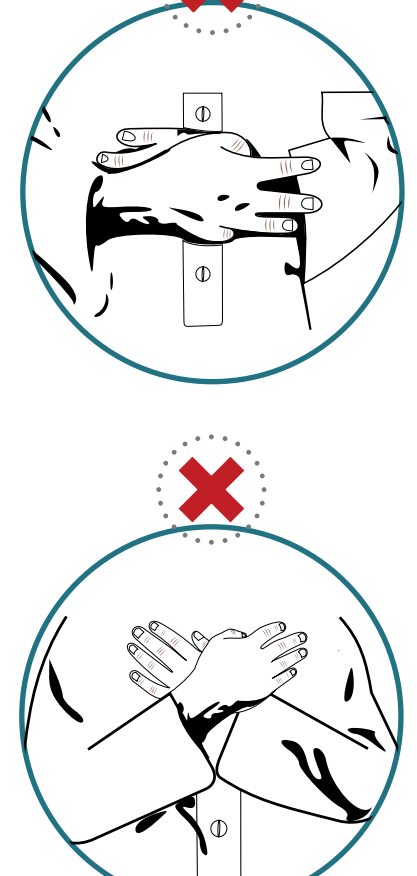
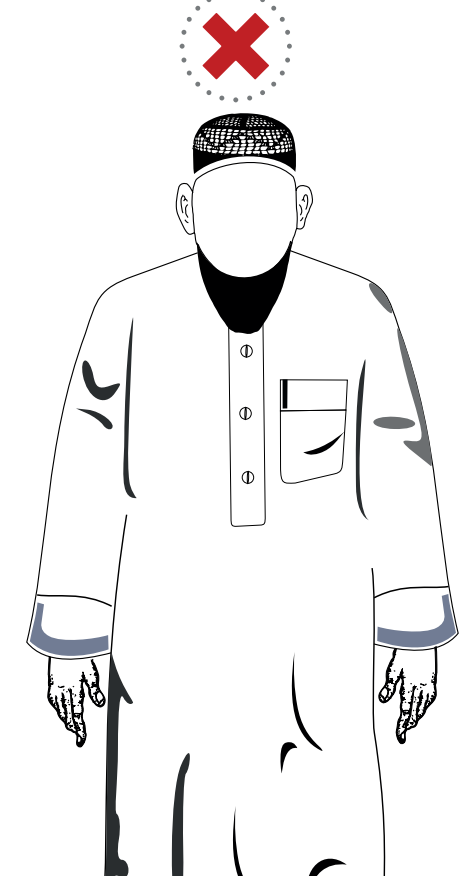
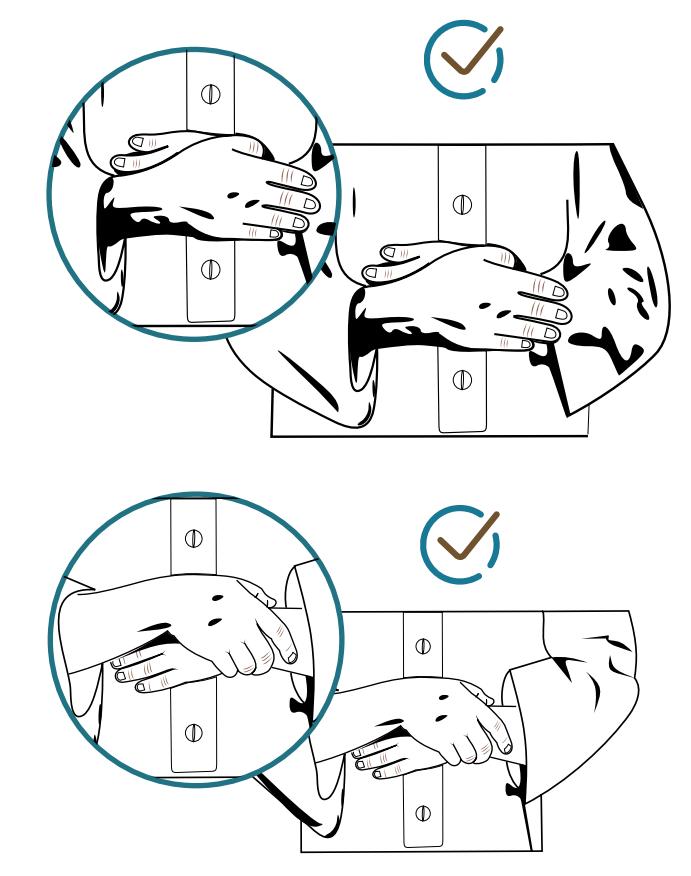


সলাত আদায়ের শর্তসমূহ আদায় করার পরে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে, এক্ষেত্রে “আল্লাহু আকবার” বলবে এবং সেই সাথে দুই হাতের আঙুল সমূহ একত্রিত অবস্থায় উভয় হাত কান অথবা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে, এবং উভয় হাতের তালুর ভিতরের অংশ ফিলা বরাবর রাখবে।



3

অতঃপর ডান হাতের তালুর ভিতরের অংশ বাম হাতের তালুর বাহিরের অংশ, কজ্জি ও বাহুর উপরে রেখে উভয় হাত বুকের উপর রাখবে বা বাঁধবে।



4

শুধুমাত্র প্রথম রাকআতে “ইস্তিফতাহ” বা সানা পড়া মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে হাদিসে বর্ণিত “ইস্তিফতাহ” এর দু’আ গুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্নটা পাঠ করা। পড়বে: “সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা’য়াল জাদুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা”।

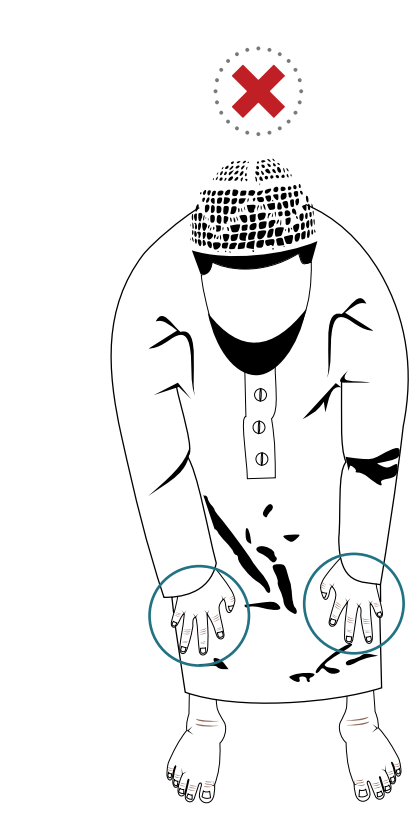
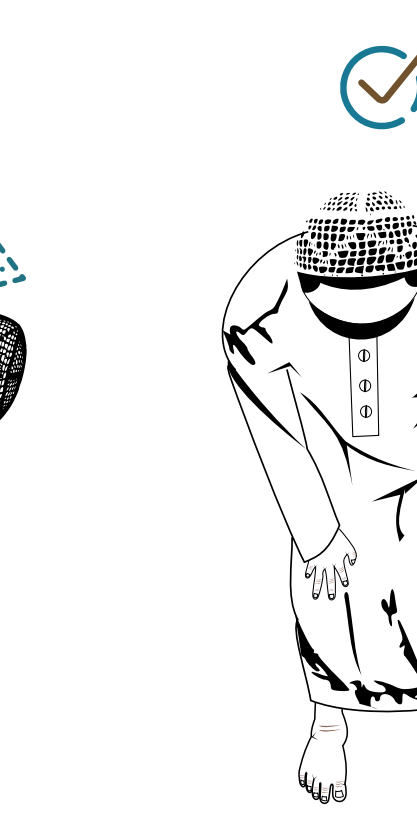
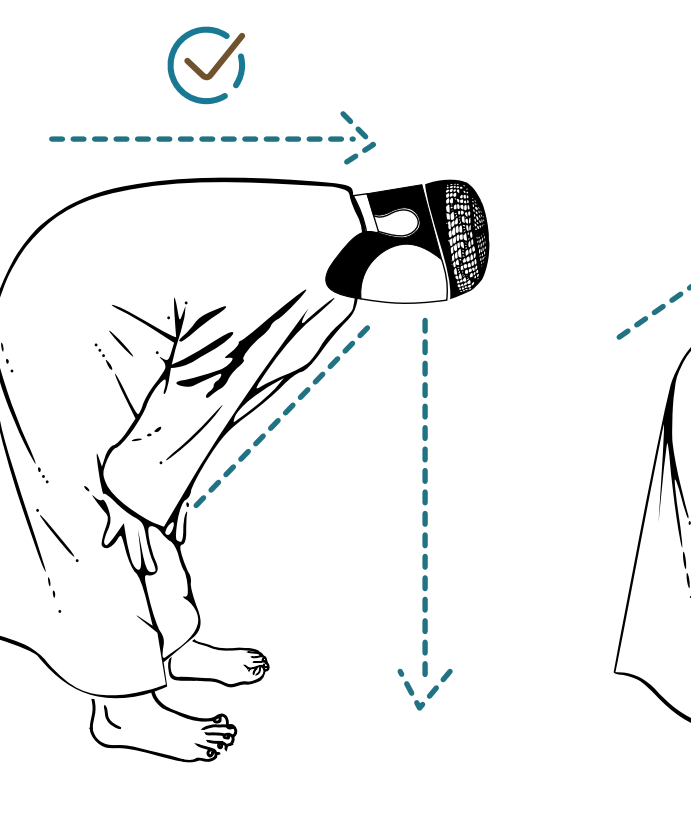
এরপর “আ’উযুবিল্লা-হি মিনাশ্ শায়ত্ব-নির রজীম” পড়বে।

এরপর “বিসমিল্লাহ” ও সুরা ফাতিহা আয়াত, শব্দ, অক্ষর ও হারকাত সমূহ ধারাবাহিকভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে পাঠ করবে। পড়বে: {১}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম {২} আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল আ’লামীন {৩} আর রাহমানির রাহীম {৪} মা-লিক ইয়াওমদ্দীন {৫} ইয়্যাকানা’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসুতঈন {৬} ইহ্দি নাস্ সিরাত-তাল মুসতাকীম {৭} সিরাতল্লাযীনা আন’আ’মতা আ’লাইহিম্, গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম্, অলায্ যা-ল্লি-ন।

এরপর কুরআনুল কারীম থেকে সাধ্যমতো পাঠ করা মুস্তাহাব, তবে এক্ষেত্রে “আউযুবিল্লাহ” পাঠ করবে না, এবং কেবলমাত্র সুরার শুরুতে “বিসমিল্লাহ” পাঠ করবে।

5

এরপর “আল্লাহু আকবার” বলে তাকবীরে তাহরীমার মতো হাত উত্তোলন করবে ও রুকুতে যাবে। রুকুতে হাঁটু ধরবে তবে কনুই বাঁকা করবে না, এবং পিঠকে মাথা বরাবর সোজা রাখবে। রুকুতে একবার “সুবহানা রাব্বি’য়্যাল আযীম” বলা ওয়াজিব, এবং আরো বর্ণিত অন্যান্য দু’আ বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব।



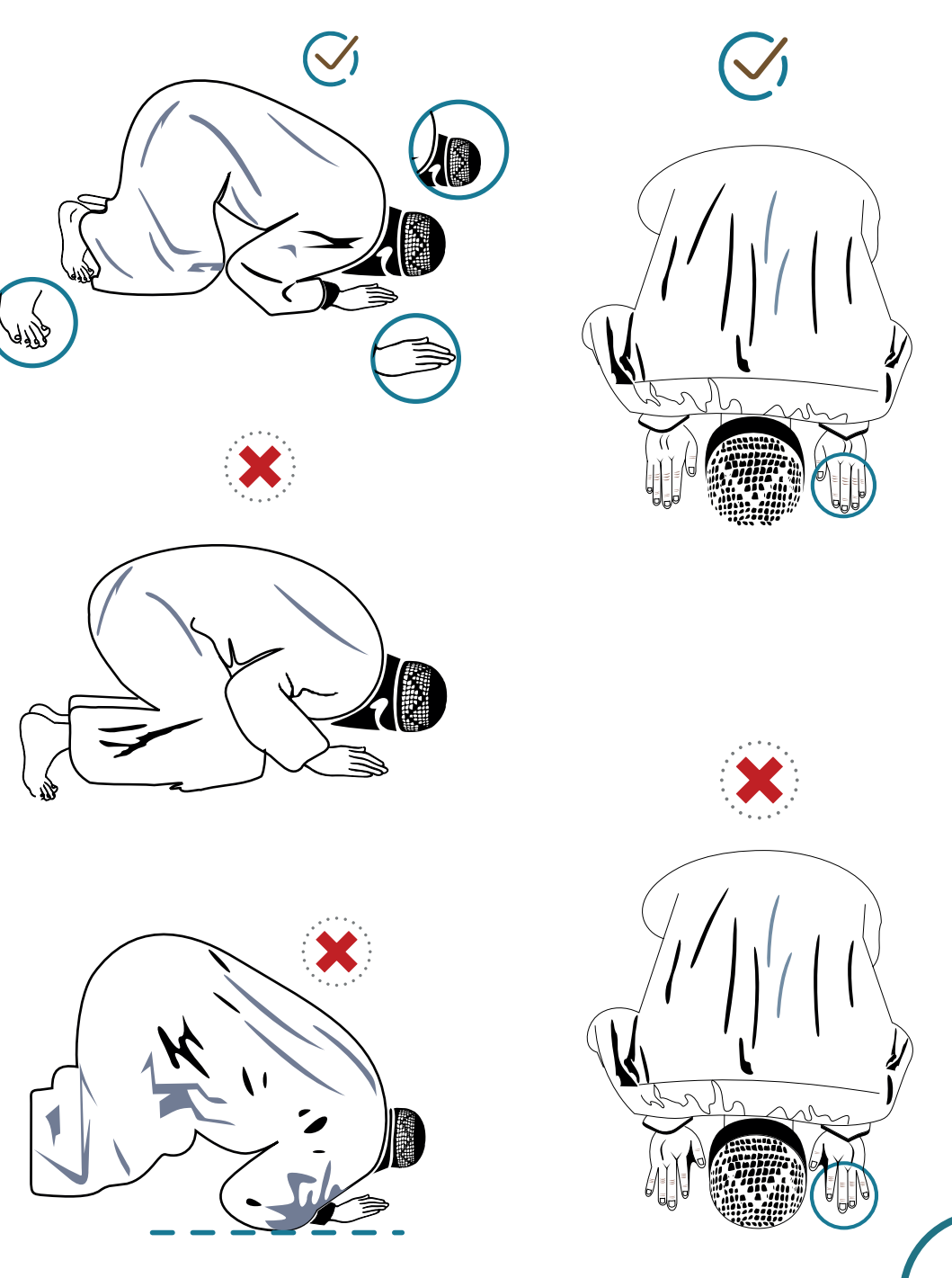
6

এরপর রুকু থেকে উঠার সময় একদম সোজা হওয়ার পূর্বে “সামিআ’ল্লা-হু লিমান হামিদাহ্” বলবে ও দুই হাত কান অথবা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে।

অতঃপর সম্পূর্ণ সোজা হয়ে বলবে “রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ”, এরসাথে আরো বর্ণিত অন্যান্য দু’আ বৃদ্ধি করে পড়া মুস্তাহাব।

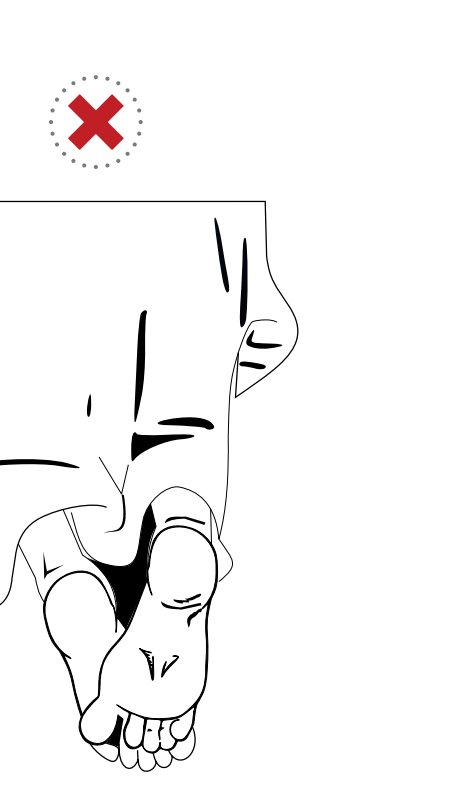
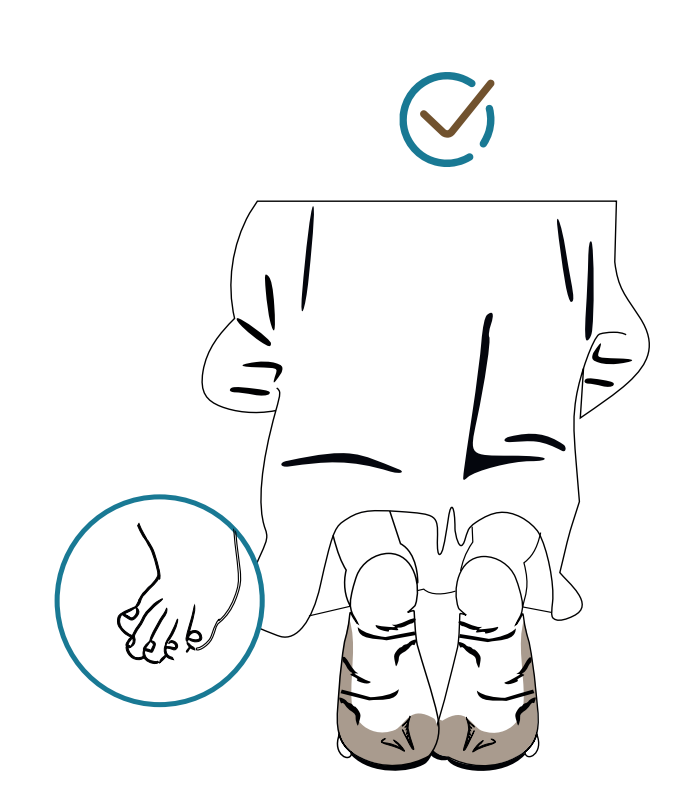
এরপর তাকবীর দিয়ে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করবে (এক্ষেত্রে তাকবীরে তাহরীমার মতো হাত উত্তোলন করবে না) : কপাল, নাক, দুই হাতের তালুর ভিতরের অংশ, দুই হাঁটু, দুই পায়ের আঙুলের ভিতরের অংশ।

দুই বগল, পেট ও উরু, এবং উরু ও হাঁটুর নীচের অংশের (গোছার) মাঝে ফাঁকা রাখবে। দুই বাহু মাটি থেকে উপরে তুলে রাখবে।



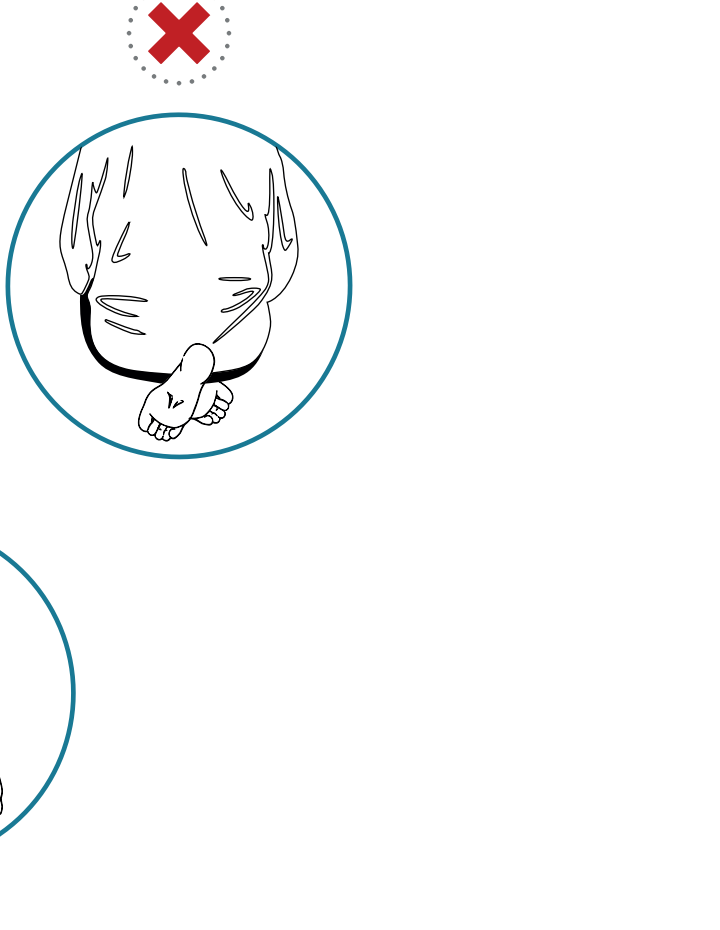
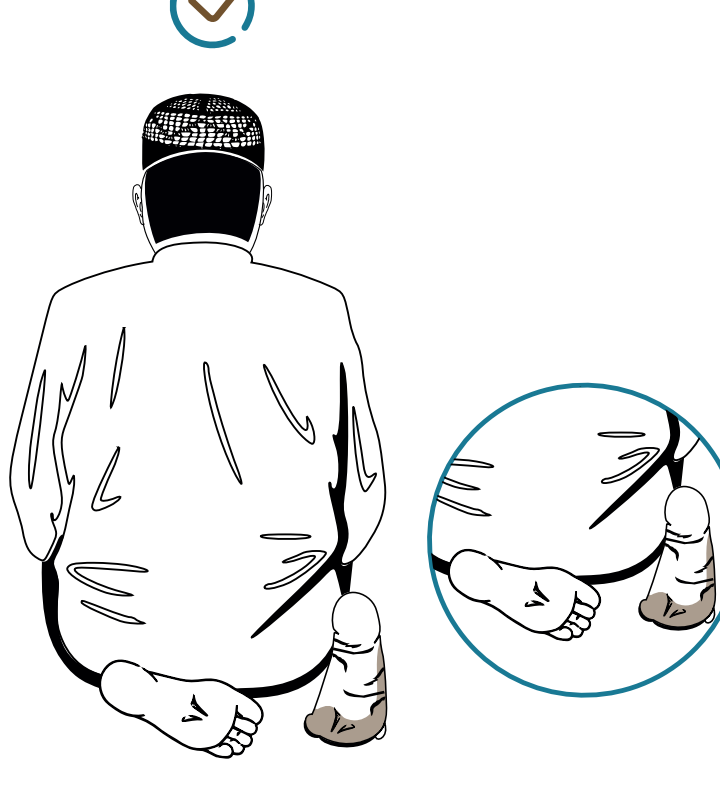
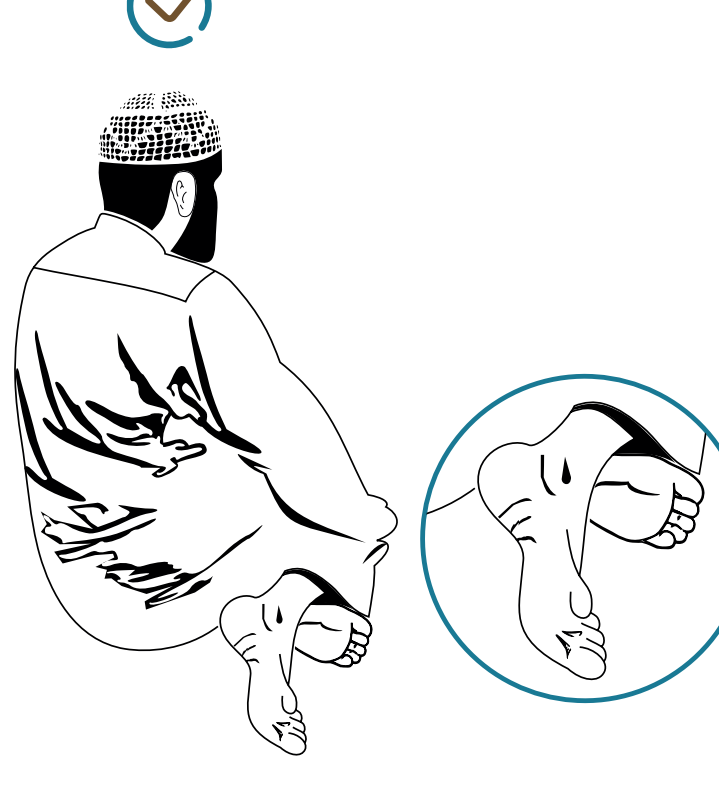
7

সিজদায় একবার “সুবহা-না রাব্বি’য়্যাল আ’লা” বলা ওয়াজিব, এছাড়া আরো বর্ণিত অন্যান্য দু’আ বৃদ্ধি করে পড়া মুস্তাহাব। সিজদায় যেকোনো দু’আ পড়তে পারে তবে হাদিসে বর্ণিত দু’আ সমূহ পড়াই উত্তম।



8

অতঃপর তাকবীর দিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে, ডান পা খাড়া করে তার আঙুলের ভিতরের অংশ মাটিতে ও আঙুল গুলো কিবলামুখী করে রাখবে, দুই হাতের তালুর ভিতরের অংশ উরুর শেষাংশে রেখে পড়বে “রাব্বিগ্ ফিরলী”। প্রত্যেকটি বৈঠক এভাবেই সম্পন্ন করবে, তবে তিন রাকাত ও চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে বাম পা কে ডান পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অংশের (গোছার) নীচ দিয়ে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে “তাওয়ারুকু” করে বসবে।

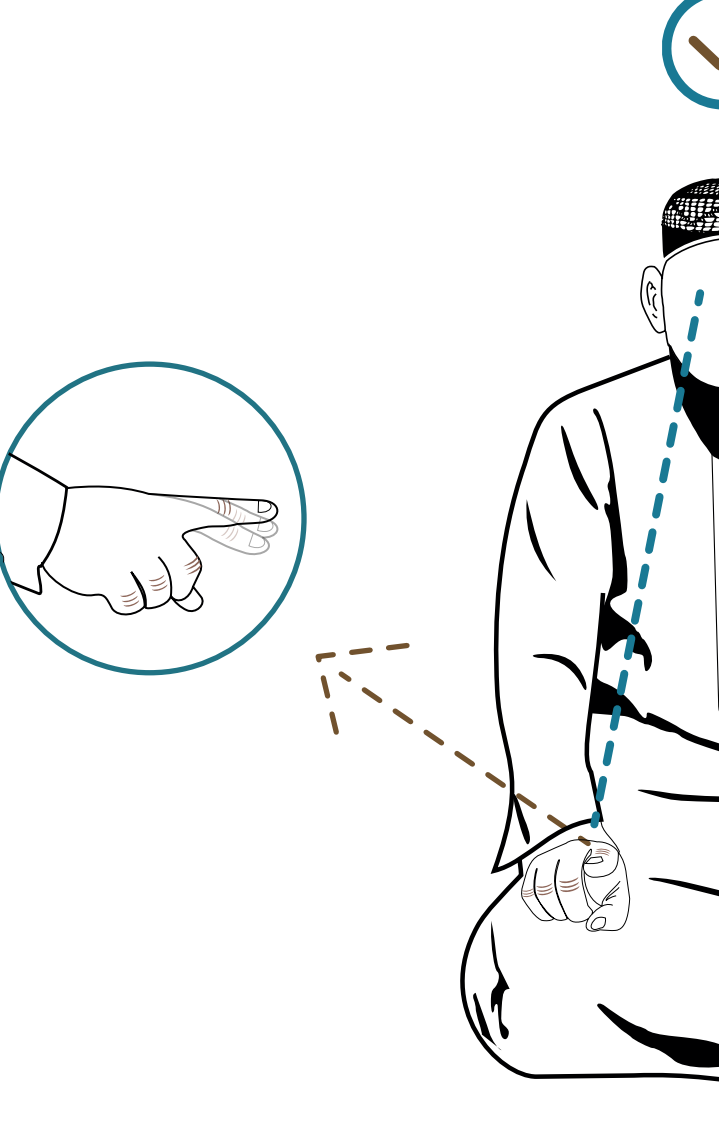
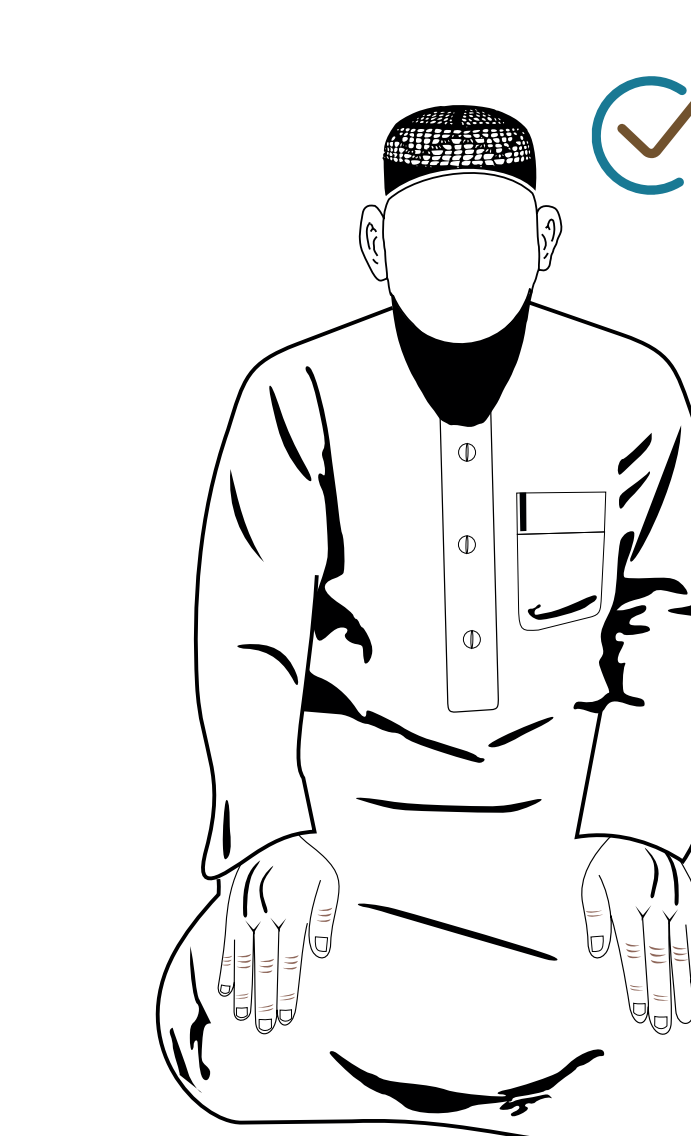


9

এরপর তাকবীর দিয়ে প্রথম সিজদার মতো সিজদা দিবে। তারপর তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় রাক আতের জন্য দাঁড়াবে, এবং প্রথম রাকআত যেভাবে আদায় করেছে দ্বিতীয় রাকআত ও সেভাবেই আদায় করবে, তবে দ্বিতীয় রাক আত থেকে তাকবীরে তাহরীমা ও সানা পড়তে হবে না।

দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে তাশাহুদে জন্য বসবে।

তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি গোল করে রাখবে। তর্জনী নাড়াতে থাকবে ও দু’আ করবে।



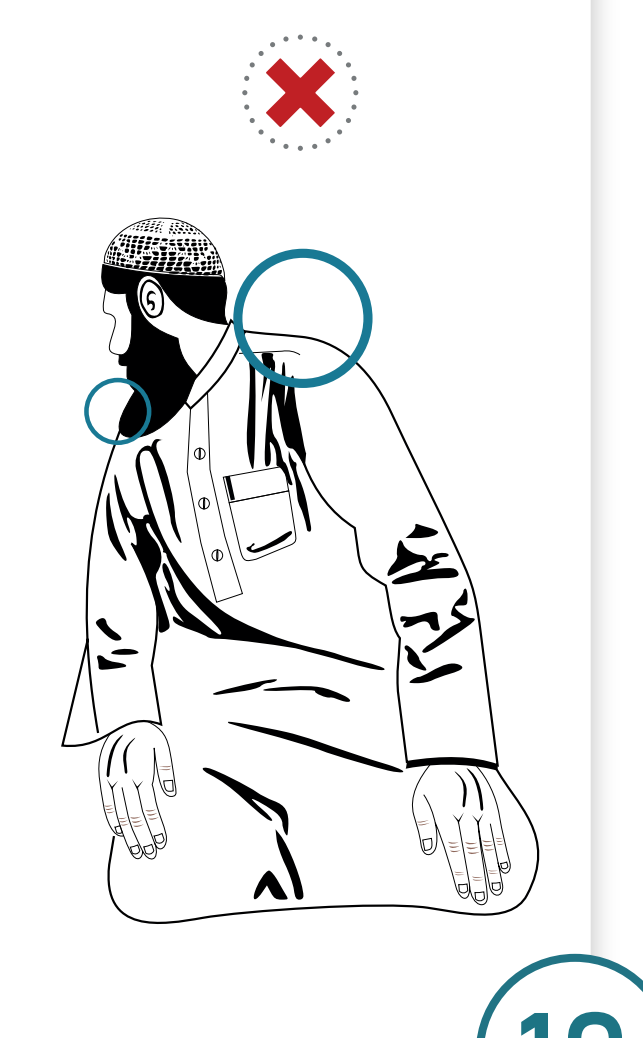
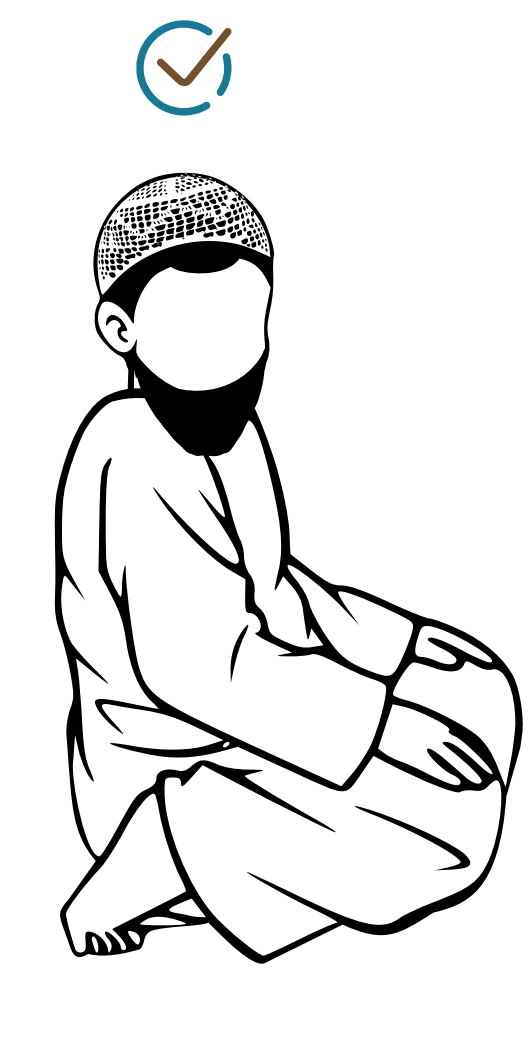
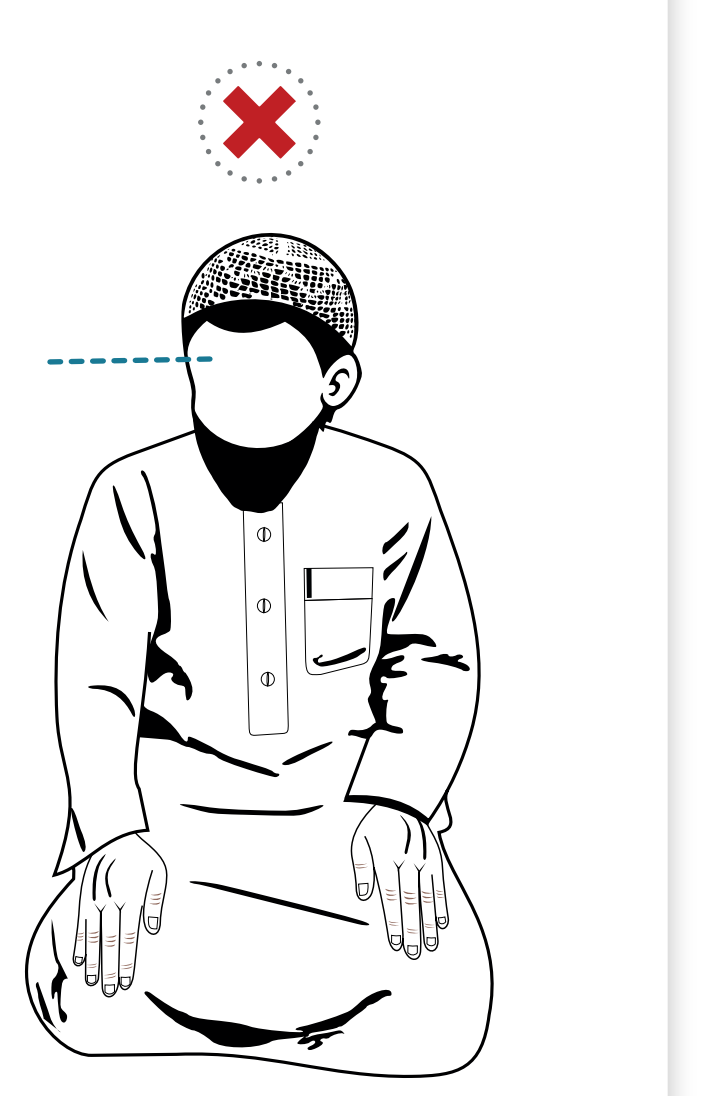
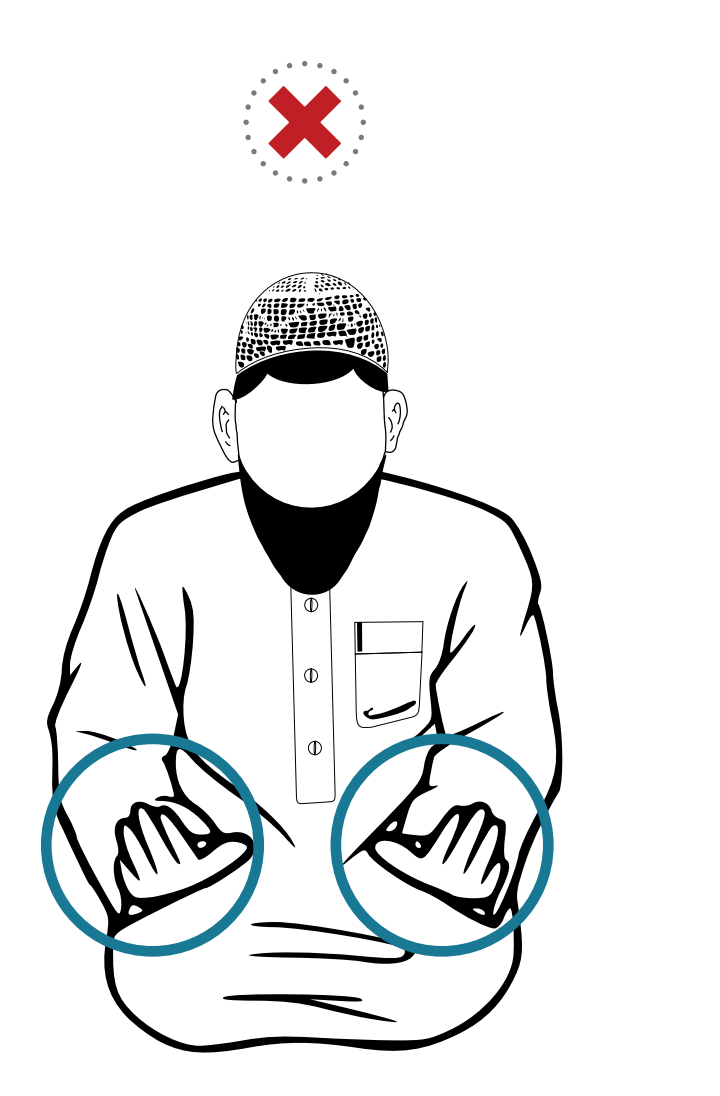
অতঃপর তাশাহুদ ও দরুদে ইব্রাহীম পাঠ করবে।

“আত তাহিয়া-তু লিল্লা-হি, ওয়াস্ সলাওয়াতু ওয়াত তাহিয়াবা-তু, আস্ সালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ, আস্ সালামু আ’লাইনা অ’আলা ইবা-দিল্লাহিস স্বলিহীন, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্”।

“আল্লা-হুম্মা সল্লিআ’লা মুহাম্মাদ, অআ’লা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আ’লা ইবরা-হী-ম, অআ’লা আ-লি ইবরা-হী-মা ইল্লাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লা-হুম্মা বা-রিক্ আ’লা মুহাম্মাদ, অআ’লা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাক্তা আলা ইবরা-হী-ম, অআ’লা আ-লি ইবরা-হী-মা ইল্লাকা হামীদুম মাজীদ”।

অতঃপর চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, পড়বে: “আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা, অআ’উযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি, অআ’উযুবিকা মিন্ ফিতনাতিদ্ দাজ্জালি, অআ’উযুবিকা মিন্ ফিতনাতিল মাহ-ইয়ায়ি ওয়াল মামা-ত”। এরপর পছন্দ মতো দু’আ করবে তবে উত্তম হচ্ছে হাদিসে বর্ণিত দু’আ পড়া, সেই সাথে পড়বে “আল্লা-হুম্মা আইন্নী আ’লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা”।

অতঃপর ডানে ও বামে দুই সালাম ফিরাবে এবং বলবে “আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ”। সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাথাকে ডানে বামে ফিরাবে, কাঁধ ফিরাবে না, মাথা উপর নিচ করবে না এবং হাত দ্বারা ইশারা ও করবে না।



10

